JAN. 1 1 2000

চবি'র হলসমূহ অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার ঘাঁটি

হামিদ উল্লাহ, *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে*

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহ এখন পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর অস্ত্র সরবরাহের নিরাপদ ট্রানজিট রুটে। ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাসের দক্ষিণপাড়া এবং ছাত্রশিবিরের দক্ষিণপাড়ায় অস্ত্র ব্যবসায়ী বহিরাগত স্ব স্ব দলের ক্যাডারদের আনাগোনা বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। সাধারণ শিক্ষার্থীদের অনেকের প্রশ্ন- এরা কারা? ক্যাম্পাসে কি কাজ তাদের? ক্যাম্পাসবাসীরা জানায়, অস্ত্র বিকিকিনির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে যে কোন সময় ঘটতে পারে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

জানা গেছে, রাজনৈতিক আদর্শের বৈরিতা থাকলেও অস্ত্র ব্যবসা নিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের ক্যাডারদের মধ্যে রয়েছে অবিশ্বাসা সমঝোতা। ছাত্রদের ৬টি আবাসিক হলের মধ্যে দক্ষিণ ক্যাম্পাসের শাহজালাল, শাহ আমানত ও শহীদ আবদুর রব হল নিয়ন্ত্রণ করছে শহরভিত্তিক মামুন গ্রুপ, আজম নাছির গ্রুপ ও বাবু গ্রুপের ছাত্রলীগ কর্মী ও ক্যাডাররা। উত্তর ক্যাম্পাসের সোহরাওয়ার্দী, এএফ রহমান ও আলাওল হল শিবিরের নিয়ন্ত্রণে। সড়কপথে চট্টগ্রাম শহর এবং অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের জন্য ছাত্রলীগ চবি ১নং সংযোগ সড়ক এবং শিবির ২নং সংযোগ সড়ক ব্যবহার করে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান হয়ে সীমান্তের ওপার থেকে আসা অস্ত্রের চালান ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় ও বহিরাগত ক্যাডাররা নিয়ন্ত্রণ করে। এসব অস্ত্র ক্যাম্পাসে এসে জমা হওয়া পর পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শহরের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়। বিস্ময়কর ব্যাপার হল শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দকৃত বাসে করেই ক্যাম্পাস থেকে শহরের বেশিরভাগ অস্ত্র আনা নেয়ার কাজটি সমাপ্ত করা হয়। শহরে ক্যাডার ছাড়াও এ কাজে আজম নাছির গ্রুপের স্থানীয় কিছু বহিরাগত ও অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এদের দাপটের কাছে খোদ চবি ছাত্রলীগের সভাপতিও অসহায়, সর্বদা আতংকিত।

কক্সবাজার, উখিয়া, টেকনাফ, ঈদগাহ এবং নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে আসা অস্ত্র ব্যবসা শিবির ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণে। কক্সবাজারের এক শিবির ক্যাডার ও রামুর গর্জনিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সম্প্রতি আওয়ামী লীগে যোগদানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এসব এলাকা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা শিবিরের ক্যাডাররাই মূলত দক্ষিণ চট্টগ্রামের অস্ত্র সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করছে বলে জানা গেছে। কয়েকজন শিবির ক্যাডারের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে পাহাড়ি ভূমিতে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সীতাকুণ্ড পর্যন্ত তাদের নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। শিবিরের এসব অস্ত্র ওই পথে ক্যাম্পাস থেকে সীতাকুণ্ড ও কুমিরা হয়ে দেশের অন্যান্য জায়গায় পৌঁছে। কুমিরাতে জামায়াতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ অঞ্চলের সঙ্গে সড়ক ও সমুদ্রপথে যোগাযোগের সংযোগ খুবই ভাল। সাম্প্রতিক সময়ে এ অস্ত্র সরবরাহের কারণ সম্পর্কে চবি ছাত্রলীগের মামুন গ্রুপের এক ক্যাডার জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যাদেশের নীতি অনুসরণের মাধ্যমে ছাত্রশিবিরকে ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নেয়ার ফলে আমাদের নিরাপত্তাহীনতা বেড়ে গেছে। প্রশাসন ক্ষতিপূরণের নামে শিবিরকে যে অর্থ প্রদান করেছে তা দিয়ে তারা অস্ত্র ব্যবসা করছে। তাই আমাদেরও তো টিকে থাকার অধিকার আছে।